Bismillahir Rahmanir Rahim

MUSLIM SHARIF (1st volume)

Bangla Translation

Net release : www.Banglainternet.com

PART : INTRODUCTION

মুসলিম শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

www.banglainternet.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

banglainternet.com

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহ) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীয়তের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীয়তের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়তের মৌলিক দুটি উৎস– পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলেমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর মুদ্রিত কপিগুলো ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

banglainternet.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী– পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী– পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (রহ)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেজ আবূ বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে)-এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলুম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে এর ভূমিকা পর্বটি হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার জন্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ এবং হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ "ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى مـتلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত—যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা—উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غـيـر مـتلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত ; এর নাম 'সুন্নাহ্' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী করীম (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায়, নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

banglainternet.com

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক, বাহক এবং কুরআন তাঁর ওপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ এবং বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী করীম (সা) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী।" (সূরা নাজ্ম ঃ ৩ ও ৪)

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "রুহুল কুদ্স (জিব্রাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন-নির্ধারিত পরিমাণ রিয্ক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না।"– (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ্) "আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে 'তাকবীর' ও 'তাহলীল' বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩) "জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।" (আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য, তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহ্কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

banglainternet.com

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে 'হাদীস' (حديث) মানে—কথা ; প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে তা-ই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী (সা) আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম 'সুন্নাত' (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ– চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (সা) অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী (সা)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রচারিত যে অনুপম আদর্শ তা-ই সুন্নাত। কুরআন মজীদে 'মহোত্তম আদর্শ' (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বোঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয়, তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় 'খবর' (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বোঝায়।

'আছার' (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই 'হাদীস' ও 'আছার'-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে, সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে 'আছার' বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব 'আছার'কে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইল্‌মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابى) ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'সাহাবী' বলে।

banglainternet.com

তাবিঈ (تابعى) ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'তাবিঈ' বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে।

শায়খ (شيخ) ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বক্র ও উমর (রা)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়।

হাফিয (حافظ) ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাফিয' বলে। একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হুজ্জাত' (حجة) বলে।

হাকিম (حاكم) ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে।

রাবী (راوى) ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল (رجال) ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে 'রিজাল' বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রিজাল' (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত (روايت) ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে 'মতন' বলে।

মারফূ (مرفوع) ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝ খান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মারফূ' হাদীস বলে।

মাওকূফ (موقوف) ঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ঊর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে 'মাওকূফ হাদীস' বলে। এর অপর নাম 'আছার' (اثر)।

মাকতূ' (مقطوع) ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে 'মাকতূ হাদীস' বলে।

তা'লীক (تعليق) ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে 'তা'লীক' বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ্ এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারিগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

মুদাল্লাস (مـــدلس) ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্‌তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয় যে তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের কাছে তা শুনেছেন অথচ তিনি তার কাছে সে হাদীস শুনেন নি, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদ্‌লীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন, তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিকাহ রাবী থেকেই তাদ্‌লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের কাছে শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুয্‌তারাব (مضطرب) ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে 'হাদীসে মুয্‌তারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্‌কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদ্‌রাজ (مـدرج) ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে 'মুদ্‌রাজ' বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদ্‌রাজ' (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম, অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদ্‌রাজ বলে সহজে বোঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল (مـتـصل) ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে 'মুত্তাসিল' হাদীস বলে।

মুনকাতি' (منقطع) ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি হাদীস' বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা' (انقطاع)।

মুরসাল (مـرسل) ঃ যে হাদীসের সনদের ইন্‌কিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীস বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ (مـتـابع ، شـاهد) ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় ; তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির 'মুতাবি' বলে—যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে 'মুতাবা'আত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন ; তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে 'শাহিদ' বলে। আর এরূপ হওয়াকে 'শাহাদত' বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক (مـعـلق) ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে—তাকে 'মুআল্লাক' হাদীস বলে।

মা'রূফ ও মুনকার (مـعـروف ، منكر) ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে—অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে 'মুনকার' বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ্‌ (صـحـيح) ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত—তাকে 'সহীহ্‌' হাদীস বলে।

banglainternet.com

হাসান (حسن) ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাবৃতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে—তাকে 'হাসান' হাদীস বলে। ফিকাহ্‌বিদগণ সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ (ضعيف) ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন—তাকে 'যঈফ' হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যঈফ বা দুর্বল বলা হয়—অন্যথায় (নাউজুবিল্লাহ্) মহানবী (সা)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ' (موضوع) ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে—তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক (متروك) ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত—তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাতরূক' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مبهم) ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'মুবহাম' হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সাহাবী না হলে—তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (متواتر) ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন—যাদের পক্ষে মিথ্যার উপর দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে 'মুতাওয়াতির' হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'খবরে ওয়াহিদ' বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহুর (مشهور) ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাশহুর' হাদীস বলে।

আযীয (عزيز) ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'আযীয' বলে।

গরীব (غريب) ঃ যে সহীহ্ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'গরীব' হাদীস বলে।

হাদীসে কুদ্‌সী (حديث قدسى) ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله) আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন ; মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে 'হাদীসে ইলাহী' (الهى) বা 'হাদীসে রব্বানী' (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে 'মুত্তাফাক আলায়হ' হাদীস বলে।

banglainternet.com

আদালত (عدالت) ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালত' বলে। এখানে তাক্ওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তাঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বোঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'আদিল' বলে।

যাব্ত (ضبط) ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যাব্ত' বলে।

সিকাহ (ثقة) ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাব্ত, উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে 'সিকাহ' 'সাবিত' (ثابت) বা 'সাবাত' (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আল-জামি' (الجامع) ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্কাম-(শরী'আতের আদেশ নিষেধ), আখ্লাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে 'আল-জামি' বলা হয়। সহীহ্ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান (السنن) ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্হের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে 'সুনান' বলে। যেমন সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ (المسند) ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল-মুসনাদ' বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ, মুসনাদে আবূ দাউদ, তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মু'জাম (المعجم) ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে 'আল-মু'জাম' বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত 'আল-মু'জামুল কাবীর'।

banglainternet.com

৫. আল-মুস্‌তাদরাক (المستدرك) ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে 'আল-মুস্‌তাদরাক' বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুস্‌তাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা (رسالة) ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে 'রিসালা' বা 'জুয' (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ (الصحاح الستة) ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্‌ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুআত্তাকে আবার কেউ কেউ সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন (صحيحين) ঃ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে 'সহীহায়ন' বলে।

সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) ঃ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অপর চারটি গ্রন্থ—আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাকে একত্রে 'সুনানে আরবা'আ' বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ মুআত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ্—বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরের কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইব্‌ন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইব্‌ন আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ্, হাসান, যঈফ, মারফূ ও মুনকার—সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবূ ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

banglainternet.com

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ,গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাববুয-যু'আফা, ইব্ন আসীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নু'আয়েমের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরি উক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ্ হাদীস রয়েছে ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।

এরূপে ইমাম মুসলিম বলেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ্, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ্ হাদীস ও সহীহ্ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে 'সিহাহ্ সিত্তা,' 'মুআত্তা ইমাম মালিক' ও 'সুনানা দারিমী' ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ্ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ্ ইব্ন খুযায়মা—আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২.সহীহ্ ইব্ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল মুস্তাদরাক হাকিম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২) হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দিন আল মাক্দিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি) এবং ইব্ন হাযম যাহিরীর (৪৫৬ হি.)ও এক একটি সহীহ্ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাতশ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)[১]-সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদে ৩০ হাজার হাদীস

banglainternet.com

রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল 'কানযুল উম্মাল'-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্‌ন আহ্‌মাদ সমরকন্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবেঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীস হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে। (তাদ্‌বীন, ৫৪ পৃষ্ঠা) অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِى فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّا هَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ্! সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল– যে তা শুনতে পায়নি।"– (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০; উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)।

মহানবী (সা) আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দেবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "আজ তোমরা আমার কাছে দীনের কথা শুনছ, তোমাদের কাছ থেকেও (তা) শুনা হবে এবং তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনবে—তাদের থেকে (তা) শুনা হবে" (মুস্‌তাদরাক, হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের কাছে হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা কর"– (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও"– (সহীহ্ বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন ঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়"– (সহীহ্ বুখারী)।

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ ১. উম্মাতের নিয়মিত আমল, ২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের কাছে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং ৩. হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা) যখনই কোন কথা বলতেন উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, এরপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর কাছ থেকে হাদীস মুখস্থ করা হতো"– (সহীহ্ মুসলিম, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশই দিতেন সাহাবাগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (সা)-এর কাছে হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"– (আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস অধ্যয়ন করি"–(দারেমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল—সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস্ সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখ হতো না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

banglainternet.com

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحِهُ .

"আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার কাছ থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"- (সহীহ্ মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না—মহানবী (সা) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, " হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার"- (দারেমী)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। এরপর তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখ। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"-(আবূ দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন যা আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনেছি"-(উলুমুল হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৫)। এ সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (সা) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَ اَوْمَا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। এরপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন"-(তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী করীম (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন"- (সহীহ্ বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, "আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল"- (ফাতহুল বারী-শরহে বুখারী)। আবূ হুরায়রা (রা)-এর

banglainternet.com

সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে শুনে তা লিখে নিয়েছি। এরপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি– (মুস্তাদরাক হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৩)।

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন– (মুসনাদ আহমাদ)।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনা মুনাওয়ারার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল– (সহীহ্ বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত– (জামিউ বায়ানিল ইল্ম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যে সব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর মজলিসে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর কাছে স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর 'সহীফায়ে সাদিকা', আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফি [আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)]-এর সংকলন (সমধিক প্রসিদ্ধ)।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশ' তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বাসরী, ইব্ন শীরীন, নাফে', ইমাম যয়নুল আবেদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরূক, মাকহুল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইব্রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈর প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর

banglainternet.com

সাথে সাক্ষাৎ করে মহানবী (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলি, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব্‌ঈ-তাবিঈনের কাছে পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের কাছে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তাঁর 'মুআত্তা' গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের হাদীসের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে ঃ জামি' সুফিয়ান সাওরী, জামি' ইবনুল মুবারক, জামি' ইমাম আওযাঈ, জামি' ইব্‌ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ্ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' ও ইমাম আহ্‌মাদ (র) তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুস্‌তাদরাক হাকিম, সুনানুদ্ দারি কুত্‌নী, সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ্ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর 'সুনানুল কুব্‌রা' ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য ও গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সহীহ্ ওয়াল সুনান, আত-তারগীব-ওয়াত-তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুন্নাহ্, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃঃ) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র) হিজরী ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইন্‌শাল্লাহ্ তা'আলা অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

banglainternet.com

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তাঁর গোত্র বনূ কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই ইমাম মুসলিম (র) হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী, সাঈদ ইব্ন মানসুর প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে আবূ হাতিম আর-রাযী, মূসা ইব্ন হারূন, আহমাদ ইব্ন সালামা, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। হাদীসের ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন, "যত দিন আল্লাহ্ আপনাকে মুসলিমদের জন্য হায়াতে রাখেন ততদিন তাঁরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।" ইমাম আবূ যুরআ ও আবূ হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবূ কুরায়শ (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন ঃ ইমাম মুসলিম (র) হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্য গ্রন্থাবলিও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলির মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ্ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কাবীর ও আল জামিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন, "তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেন নি বা কাউকে গালি দেন নি বা মারেন নি।"

ইমাম মুসলিম (র) ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়েই মগ্ন ছিলেন। একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেন নি। পরে ঘরে এসে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মাঝে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও একে একে শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

banglainternet.com

তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা আমি যেন বসবাস করতে পারি।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্' (الصحاح الستة) নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মাঝে সহীহ্ বুখারীর পরে হলো সহীহ্ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসবিদদের মতে সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম (র) কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ্ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নি ; অধিকন্তু প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন, সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর কাছে পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সম্বন্ধে দোষ আছে বলে ইংগিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি, আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ্ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই আমি তা এই গ্রন্থে শামিল করেছি। তিনি আরো বলেন ঃ কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ্ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে শামিল করিনি বরং এ কিতাবে কেবল সেসব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ্ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজেই বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ দুশ' বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য, পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ' বছরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সহীহ্ মুসলিমের সমান কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়নি। আজিও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্বমানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নি। এমনকি নিজের তরফ থেকে তরজুমানুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নি।

banglainternet.com

তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসগণ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম শরীফ অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়াজ (র) বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী শরীফ অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে (যাঁর মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখিনি) এই কথা বলতেও শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখিনি। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইয়ামানী (র) বলেন ঃ কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতণ্ডা শুরু করে। বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম ঃ বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন, তেমনি অভিনব বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ্ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্ন কুরতুবী (র) সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন ঃ ইসলামে এরূপ আর একখানি গ্রন্থ নেই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট থেকে বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনা ধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুফিয়ান নিশাপুরী (র)। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই ইব্রাহীম ইব্ন সুফিয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহ্র দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবুল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি কিসের ওয়াসীলায় নাজাত পেয়েছেন ? তিনি তখন তাঁর হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ এই মহা গ্রন্থখানির ওয়াসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

banglainternet.com